ছেলের দুটো কিডনিই নষ্ট, মৃত্যুমুখি ছেলেকে বাঁচানোর লড়াইয়ে এগিয়ে মা

দুরন্তবার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ জুন ঃ বছর ২৭ এর তরতাজা যুবক দেবাশীষ জানা। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার নারান্দা গ্রামে নিজের বাড়িতে মা ও স্ত্রীকে নিয়েই সংসার কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত দেবাশিষ জানার। পরিবার বলতে এই তিনজনই, বাবা গুরুপদ জানা বছরখানেক আগেই মারা গেছেন, বোনেরও বিয়ে দিয়েছে, তারপর নিজেও বিয়ে করে নেয় অভাগা দেবাশীষ। সংসার চালাতে ফুলের ডেকোরেশন এর কাজে ব্যাঙ্গালোরে থাকত সে উপার্জন করে ঘরবাড়িও করে বিয়েও করে নেয়। সুখের সংসার যেন খুশিতে ভরে উঠেছিল, কিন্তু বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাধ সাধল মারন রোগ। লকডাউন ঘোষণা হতেই ব্যাঙ্গালোরে ফুলের কাজ ফেলে রেখে নিজের বাড়ি চলে আসে দেবাশীষ। বাড়ি ফিরে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর স্বাভাবিক ভাবে বাজার হাট ঘোরার পর শরীরে অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করালে তাঁর জন্ডিস ধরা পড়ে কিন্তু দিন দিন শরীর দুর্বল হতে থাকলে, কলকাতা ফিলিংস হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করলে তাতেই ধরা পড়ে তাঁর দুটো কিডনীই অকেজো, সাথে কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছে সে। বাড়ির একমাত্র রোজগারী ছেলের এমন অসুখ জানতে পেরে পরিবার প্রায় বাকরুদ্ধ। ছেলের এমন পরিস্থিতি জেনে মা জ্যোৎস্না জানা মনস্থির করেন নিজের একটা কিডনি দিয়ে ছেলেকে সুস্থ করে তুলবেন। কিন্তু বড় অর্থের প্রয়োজন, খাটাখাটনি করে সংসার প্রতিপালন করেন মা, তাঁর ওপর ছেলে বিপদে, অর্থ সংকটে সমস্যার সম্মুখীন গোটা পরিবার। ছেলের রোজগারে চলত ছোট্ট সুখের সংসার। কিন্তু অল্প বয়সেই আগামী সাজানো সুখের স্বপ্ন যেন ছিন্নভিন্ন করে দিল যন্ত্রণা দায়ক মারন অসুখ। প্রতিমাসে ডায়ালোসিস করতে বিপুল টাকা খরচ হয়, আজ প্রায় শূন্য ভাণ্ডার, তবু প্রায় ৫৭ ছুঁই ছুঁই মা জ্যোৎস্না জানা নিজের ছেলেকে বাঁচাতে নিজের শরীরের কিডনি দান করতে পিছু হটেননি, বরং এগিয়ে এলেন নিজের সন্তানকে বাঁচাতে। অসহায় মা সহ গোটা পরিবার ও প্রতিবেশিরা চাইছেন দেবাশীষকে সুস্থ করতে।

দেবাশীষের মা জ্যোৎস্না জানা বলেন আমার স্বামী নেই, একটাই ছেলে আর বৌমাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। তাও সব তছনছ হয়ে গেলো। ভাবতে পারিনি ছেলে এমন মারন রোগে আক্রান্ত হবে, সেজন্য ছেলেকে বাঁচাতে আমি আমার নিজের একটা কিডনি দিয়ে ছেলেকে বাঁচাতে চাইছি। কিন্তু কিভাবে দেব কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, অর্থ তেমন নেই সংসার খরচ চালাতে পারিনা। ছেলেকে সুস্থ করব কিভাবে, বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন অসহায় মা। নিজেকে কিছুটা সামলে বলেন আমি নিজের কিডনি দিয়ে ছেলেকে সুস্থ করে তুলব। স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে প্রায় একলাখের কাছাকাছি অর্থ দিনরাত জোগাড় করে চলেছেন ক্লাবের সদস্যরা। স্থানীয় ক্লাবের সভাপতি বিশ্বজিত ভৌমিক বলে আমাদের ক্লাবের সদস্য শুধু নয় আমাদের প্রতিবেশী দেবাশীষ, এমন বয়সে এক কঠিন রোগ দেবাশীষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে তা আমরা কেউই মানতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমরা ক্লাবের সকলে মিলে চাঁদা তুলে বেশকিছু অর্থে জোগাড় করে চলেছি, যদিও বহু অর্থের প্রয়োজন, তবু কিছুটা সহযোগীতা যদি করতে পারি তাই আমরা এ পর্যন্ত ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা জোগাড় করেছি, তাও কুলিয়ে উঠতে পারছি না, আরও অর্থের প্রয়োজন। তাঁদের বিশ্বাস তাঁদের ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য দেবাশিষ সুস্থ হবেই। আজ আবার ক্লাবের লোকজন মিলে দেবাশীষকে ডায়ালেসিসের জন্য তমলুক নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু লকডাউন বাধসাধছে দেবাশীষকে সুস্থ করতে। কিডনি দিতে চেয়েও কিভাবে দেবেন তাঁর কোনো কুলকিনারা পাচ্ছেন না অসহায় মা। দেবাশীষ জানার সুচিকিৎসার জন্য সংবাদমাধ্যমের সহযোগীতায় রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাল স্থানীয় ক্লাব থেকে শুরু করে পরিবার - পরিজন।

আলিপুরদুয়ার ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে প্রি-কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিতর চিন্তা স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা

দুরন্তবার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুন ঃ গোটা দেশ যখন করোনা আতঙ্কে জেরবার ঠিক সেই সময়ে আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল কে প্রি-কোভিড হাসপাতলে রূপান্তরিত করার চিন্তা করেছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা। কর্মকর্তারা সেই হিসেবে আলিপুরদুয়ার জেলার আয়ুষ হাসপাতালের পর ভাটিবাড়ী গ্রামীণ হাসপাতাল কে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু গত মে মাসের ৩১ তারিখ থেকে ভাটিবাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালে ভাটিবাড়ি হাসপাতালের সুপার একটি নোটিশ জারি করেন। নোটিশে লেখা রয়েছে ৩১ তারিখ বিকেল পাঁচটা থেকে আর কোনো রকম রোগী ভর্তি করা যাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই দেখতে দেখতে ১৬ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু এখনো প্রি- কোভিড হাসপাতাল তৈরি করার কোনরকম অগ্রণী ভূমিকা নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। গোটা এলাকার লোক হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করে। ঠিক সেই সময়ে ১৬ দিন যাবৎ হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখায় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। ভাটিবাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালকে প্রি-কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করার বিষয় নিয়ে কুমারগ্রাম এর বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী কে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন বিষয়টি আমার জানা নেই। বিষয়টি আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছ থেকে জেনে নেব। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শীলা দাস সরকার বলেন বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবো। যদিও ভাটিবাড়ী এলাকার তৃণমূলের যুব নেতা রানা পাল বলেন সাধারণ মানুষের খুবই অসুবিধা হচ্ছে ভাটিবাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী ভর্তি না করার জন্য। বিষয়টি স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দেখা দরকার। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিক গন কোনরকম মন্তব্য করতে নারাজ পাছে বিতর্কে জড়িয়ে যান।

মালদা বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তিনজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্তবার্তা, মালদা, ১৬ জুন ঃ তুলশিহাটা বাজার এলাকায় এলাকার বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তিনজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তিনজনের মধ্যে একজনকে বোমা বিস্ফোরণে আহত থাকায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া তিন দুষ্কৃতীর নাম আলেক আনসারী বয়স (৪০), তার বাড়ি সুলতাননগর গ্রামে। অপর ধৃতদের নাম ইউসুফ আলি (২৬)। বাড়ি রশিদাবাদ এলাকায়। লালচাঁদ দাস (২০) বাড়ি কুশিদা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনজনেই বোম সহ শনিবার দিন তুলসিহাটা বাজার সংলগ্ন যোত বহরমপুর যাওয়ার রাস্তায় থাকা অবৈধ মদের ঠেকে মদ খাওয়ার জন্য যায়। সেখানেই এদের মাধ্যমেই বোমা বিস্ফোরণ হয়। এই তিনজনের মধ্যে আলেক আনসারীর হাতে বোমার আঘাতে গুরুতর চোট লাগে। সে সময় তিনজনই ওই এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই ওই অবৈধ মদের ঠেক নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আসছিল। সন্ধ্যে নামলেই তুলসিহাটা এলাকার এই মদের ঠেকেই দুষ্কৃতীদের আড্ডা বসে বলে অভিযোগ।

এদিকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় রবিবার থেকে তুলসিহাটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে রয়েছে। ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ওই ঘটনায় যুক্ত থাকা তিন দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হয় হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছে ওই এলাকার মানুষরা। চাঁচোলের এসডিপিও সজল কান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বোমায় যে আহত হয়েছে তাকে প্রথমে গ্রেপ্তার করি। তাকে হাসপাতাল ভর্তি করার পর, জিজ্ঞাসাবাদের পরে আরো দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মদের ঠেক নিয়ে বাসিন্দারা যে অভিযোগ তুলেছে, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় নতুন করোনা আক্রান্ত মোট বারো, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্তবার্তা, বালুরঘাট ও মালদা, ১৬ জুন ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আরও ২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আক্রান্তদের বাড়ি বংশীহারী ব্লকের রাংগাপুর এলাকায়। বংশীহারী ব্লকে এনিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল কুড়ি। জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দু'জন দিল্লি থেকে এসেছেন। এদিন রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ওই দু'জনের নমুনার রিপোর্ট আসে। দেখা যায়, তাঁরা করোনা পজিটিভ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোট ৮১ জন আক্রান্তের মধ্যে অ্যাকটিভ কেস ৪০টি। মাত্র একজনকে কোভিড হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। চারজনকে রাখা হয়েছে হোম আইসোলেশনে। তবে সেফহোম সেন্টারগুলিতে রাখা হয়েছে ৩৩ জনকে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪১ জন। জেলায় মোট সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে ৬৫০৫ টি। জেলায় দুটি কনটেনমেন্ট জোন রয়েছে।

অন্যদিকে, মালদায় নতুন করে আরও ১০ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ল। সোমবার মালদা মেডিকেল কলেজের ভিআরডিএল থেকে মোট ১৩ টি পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এদের মধ্যে ১০ টি পজিটিভ রিপোর্ট মালদার। আক্রান্তদের মধ্যে চাঁচোল-২ নম্বর ব্লকের ৫ জন, কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লকের ৩ জন ও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের ২ জন রয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে দু'জন নাবালক ও একজন নাবালিক। চাঁচল-২ নম্বর ব্লকের ৫ জন আক্রান্তই ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের আক্রান্ত দু'জনই ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। সব মিলিয়ে মালদা জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩২৫।

কোচবিহার আমতলা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হলো বামফ্রন্ট

D M OFFICE
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বন্ধ করো - রাজধর্ম পালন করো।

দুরন্তবার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ জেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলিতে থাকা আবাসিকদের অতিদ্রুত লালা রসের নমুনা পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্মত থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, অবিলম্বে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কোভিড টেস্ট চালু করা, আমফান বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করা, জেলায় ফিরে আসা শ্রমিক সহ নিম্ন আয়ের সমস্ত গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে এককালীন ১০ হাজার টাকা জমা, রেশন ও কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিতিকরণের দাবিতে মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের পার্শ্ববর্তী আমতলা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হলো বামফ্রন্ট। এদিন বেলা তিনটা থেকে চারটা, এক ঘন্টা এই অবস্থান-বিক্ষোভ বসেন বামফ্রন্টের নেতা কর্মীরা। এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায় সহ সিপিআই (এম) নেতা তারিণী রায়, মহানন্দ সাহা, অমিত দত্ত, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা দীপক সরকার, বিধায়ক নগেন্দ্রনাথ রায়, সিপিআই নেতা পার্থ প্রতিম সরকার প্রমুখ। এদিন কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায় বলেন, সংশ্লিষ্ট দাবি সমূহের ভিত্তিতে গোটা দেশের পাশাপাশি কোচবিহারেও এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কোভিড মোকাবিলায় কেন্দ্র- রাজ্য এই দুই সরকারই ব্যর্থ। অথচ এই পরিস্থিতিতে দুই শাসকদলই ভোটের রাজনীতিতে নেমেছেন, যা সত্যিই দুঃখজনক।

কোচবিহারে ৫ স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস, চিন্তিত স্বাস্থ্য দফতর

দুরন্তবার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ সোমবার রাতে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমায় পাঁচজনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মেলে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যকর্মী। এদিন রাতেই তাঁদের কোচবিহারের কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, 'সংক্রামিত পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁদের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি করোনা সংক্রামিতের হদিস মিলেছে দিনহাটা মহকুমাতেই। বর্তমানে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৬০। তার মধ্যে দিনহাটা মহকুমাতেই রয়েছেন ১৪১ জন। অবশ্য অনেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে জেলায় অ্যাকটিভ কেস ৪৬ টি। ওই পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী দিনহাটার বেশকিছু করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে সূত্রের খবর। একসঙ্গে পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। এর আগেও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের এক কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেই স্বাস্থ্যকর্মী কিছুদিন রাজ্যের বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সোমবার যে পাঁচজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে তাঁদের বাইরে যাওয়া সম্পর্কিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ির বাসিন্দা এক নার্সও সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে স্বস্তির খবর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তবে যেভাবে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেস ডিএম কে স্বারক লিপি দেয়

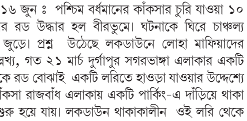

দুরন্তবার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন ঃ দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেস পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবি নিয়ে জেলাশাসক কে স্বারকলিপি দেওয়া হলো। দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেস এর সভাপিত রোহিত তিওয়ারি নেতৃত্বে আজ বিভিন্ন দাবি নিয়ে জেলাশাসককে স্বারক লিপি দেওয়া হয়।

স্বারক লিপিতে স্কুল ফিস মুকুব করা, তিন মাসের বিজলি বিল মুকুব করা, উত্তর বং মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে করোনা টেস্টেইং বাড়ানো, করোনা টেস্টেইং রিপোর্ট শীঘ্র প্রকাশ করা, দার্জিলিং জেলার করোনা হাসপাতালে কেবল এইখানকার করোনা রোগীদের চিকিৎসা করা, বাইরে রোগীদের চিকিৎসা অন্য জেলাতে করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশপাশি যুব কংগ্রেস পক্ষ থেকে চোটে ও মাঝারি ওয়েবসায়ীদের সরকারের পক্ষ থেকে সাবসিডি দেওয়া দাবি জানানো হয়েছে। দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেস এর সভাপিত রোহিত তিওয়ারি জানান, ডিএম সাহেব ১৫ দিনের সময় চেয়েছেন। তিনি জানান যদি এই মধ্যে তাদের দাবি মন না হয় তবে সংগঠন পক্ষ থেকে জোরদার আন্দোলনে নামবেন।

কাঁকসার চুরি যাওয়া রড উদ্ধার বীরভূমে

দুরন্তবার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ জুন ঃ পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার চুরি যাওয়া ১০ লক্ষ টাকার লোহার রড উদ্ধার হল বীরভুমে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পাঞ্চল জুড়ে। প্রশ্ন উঠেছে লকডাউনে লোহা মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে। উল্লেখ্য, গত ২১ মার্চ দুর্গাপুর সগরভাঙ্গা এলাকার একটি লোহার কারখানা থেকে রড বোঝাই একটি লরিতে হাওড়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। মাঝপথে কাঁকসা রাজবাঁধ এলাকায় একটি পার্কিং-এ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় লকডাউন শুরু হয়ে যায়। লকডাউন থাকাকালীন ওই লরি থেকে রডগুলি উধাও হয়ে যায়। কারখানা কর্তৃপক্ষ ১১ মে পুলিসে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ তদন্ত নেমে অভিযুক্ত ৯ জন দুষ্কৃতি কে গ্রেপ্তার করে। সোমবার তাঁদের দুর্গাপুর মহকুমা আদলতে ৪ জনকে নিজ হেপাজতে নেয় পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া রড উদ্ধার করে। সোমবার রাতে বীরভূমের ইলামবাজার থেকে প্রায় ২০ টন রড উদ্ধার হয়। ওই এলাকার প্রতিষ্ঠিত রড ব্যবসায়ী নিতাই গড়াই-এর গুদাম ঘর থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

দুর্গাপুরে লরির ধাক্কায় জখম নাবালক

দুরন্তবার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ জুন ঃ বেপরওয়া লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হল নাবালক। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে। তড়িঘড়ি এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনার প্রতিবাদ করে ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহকুমা হাসপাতালের আবাসন চত্বরের বাসিন্দা বছর ১৪'র দীপক ডোম এদিন সকালে সাইকেল চালিয়ে ফুল আনতে গিয়েছিল। অভিযোগ, ইন্দোআমেরিকার মোড় থেকে বিধাননগরগামী একটি সিমেন্ট বোঝাই লরি দীপক'কে ধাক্কা মারে। দীপক সাইকেল নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে। এলাকাবাসী তাকে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুতর জখম থাকায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী ঘাতক লরি ও চালক'কে আটকে রাস্তা অবরোধ করে।

অন্য মেয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে নাবালিকার বিয়ের চেষ্টা আটকাল প্রশাসন

দুরন্তবার্তা, নবদ্বীপ, ১৬ জুন ঃ অন্য মেয়ের ব্যার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এক নাবালিকার। সেই বিয়ে আটকাল পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। ঘটনাটি নবদ্বীপ ব্লকের ফকিরডাঙ্গা ঘোলাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ওই পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, ফকিরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষ পাড়ার বাসিন্দা হরেশ ঘোষ। তার নাবালিকা ছোট কন্যার বিয়ে ঠিক করেন পাশের পাড়ার এক যুবকের সঙ্গে। যার বর্তমান বয়স মাত্র ১৬ বছর ৮ মাস। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয় ১৬ জুন মঙ্গলবার। সেই মতো বাড়িতে আত্মীয়স্বজন থেকে মণ্ডপ সবই তৈরি। বাড়িতে এক আনন্দের পরিবেশ। বাঁধ সাধল প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা ওই নাবালিকার বাবার কাছে বয়সের প্রমাণপত্র দেখতে চান। সেই মতো নাবালিকার বাবা হরেশ ঘোষ প্রতিবেশী এক আঠার উত্তীর্ণ মেয়ের মাধ্যমিকের এডমিট দেখান। ওই এডমিট দেখে ব্লক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলেও যান। কিছুটা যাওয়ার পর স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাদের জানায়, ওই সার্টিফিকেটটি প্রতিবেশী অন্য একটি মেয়ের। তখন টনক নড়ে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ফিরে আসে। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানাতেও। পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সার্টিফিকেট অনুযায়ী অপর মেয়েটিকে চাপ দিতেই সে সমস্ত সত্য ঘটনা খুলে বলে। এরপরই বিয়ে বন্দ্ধ করতে নাবালিকার বাবা হরেশ ঘোষ ও মা অঞ্জলি ঘোষ কে দিয়ে একটি অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। নাবালিকার বাবা ও মা জানান, আমরা জানতাম না নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয়। আমরা মেয়ের আঠার বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

লরির ধাক্কায় এক পথচারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা, পলাতক চালক

দুরন্তবার্তা, মালদা, ১৬ জুন ঃ মালদা শহরের ব্যস্তবহুল মনস্কামনা রোড এলাকায় লরির ধাক্কায় এক পথচারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। মঙ্গলবার দুপুরে এই দুর্ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা ঘাতক গাড়িটিকে ঘেরাও করে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওই এলাকা থেকে পালিয়ে যায় লরির চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করার পর ঘাতক লরিটিকে আটক করে নিয়ে যায়। যদিও মৃত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানতে পারে নি তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, মনস্কামনা রোড এলাকায় রাস্তার ধারে সর্বত্রই বালি, পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যার জন্য এদিন একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই পথচারীকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। তবে মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। এদিকে শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মনস্কামনা রোডে ভর দুপুরে লরির ধাক্কায় অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে মনস্কামনা রোড এলাকায় একটি কালভার্ট তৈরির কাজ চলছে। যার জেরে রাস্তার ধারে বালি, পাথর পড়ে রয়েছে। এজন্যই মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। বিপাকে পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। ইংলিশবাজার থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম- পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পর লরি চালক পলাতক। লরিটি আটক করা হয়েছে। ঘাতক লরি চালকের খোঁজ চালানোর পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে চায় নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা

দুরন্তবার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন ঃ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম পেলে বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও মানুষের মধ্যে কোভিড -১৯ সংক্রান্ত আতঙ্ক ও গুজবের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে চায় নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। সোমবার জলপাইগুড়ির শিক্ষক ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা শাখার সম্পাদক বিপ্লব ঝাঁ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নেতা অসিত রক্ষিত, জয়দীপ রায়, জ্যোতিবিকাশ কর, অসীম কর, যিশু ব্যানার্জী, জয়দীপ মুখার্জী, প্রসূন কর প্রমুখ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুল চালু হবার পর অতিরিক্ত সময় বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে চান প্রাথমিক শিক্ষকরা। দুটো শিফট করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কম সংখ্যক পড়ুয়াদের নিয়ে শিশুদের শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করতে চান তারা। প্রয়োজনে শনিবার পূর্ণ সময় পঠন-পাঠন এবং এন আই এ্যাক্ট ও রবিবার বাদে অন্যান্য ছুটি বাতিল করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের শাসক দলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের কিছু সদস্য স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা না করে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে প্রাথমিক স্কুলে বা খোলা আকাশের নীচে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর নামে সস্তা রাজনৈতিক প্রচার করছেন বলে মন্তব্য করেন বিপ্লব ঝাঁ। এক্ষেত্রে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতেছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আশা করেন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। ছন্দে ফিরবে স্কুলগুলি।

MAVENS BIOTECH LIMITED
CIN: L17297WB1981PLC034226
Regd. Office: Room No. 407,4th Floor,No. 4 Clive Row,Kolkata-700 001
Email: Investors@mavensbiotech.com, Website: www.mavensbiotech.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2020
[SEE REGULATION 47(1) (B) OF THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015]

(Amount in Rs.)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.20 Audited	Quarter Ended 31.12.19 Unaudited	Quarter Ended 31.03.19 Audited	Year Ended 31.03.20 Audited	Year Ended 31.03.19 Audited
1	Total Income from Operations	57,186	57,814	57,586	2,30,052	2,39,744
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(579842)	(305065)	(10027991)	(3801195)	(22192910)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(579842)	(305065)	(10027991)	(8355583)	(34572910)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(579842)	(305065)	(10027991)	(8355583)	(33989335)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(579842)	(305065)	(10027991)	(8355583)	(33989335)
6	Equity Share Capital	109920000	109920000	109920000	109920000	109920000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				(53089446)	(44733863)
8	Earnings Per Share (of Re.1/- each) (Not Annualised except year ended) Basic & Diluted	(0.01)	(0.00)	(0.09)	(0.08)	(0.31)

Notes-
The above is an extract of the detailed format of quarterly & year ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website www.cse-india.com. The same is also available on the Company's website viz. www.mavensbiotech.com

By order of the Board
For **Mavens Biotech Limited**
Kuldeep Doshi
Whole Time Director
DIN No.: 07116760

Place: Kolkata
Date: 16th June, 2020

ADINATH BIO-LABS LIMITED
CIN: L24230WB1982PLC34492
Registered Office: 4 N. S. Road,1st floor,,Kolkata-700 001,West Bengal
E-Mail: investors@adinathbio.com;Website: www.adinathbio.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2020
[SEE REGULATION 47(1) (B) OF THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015]

(Amount in Rs.)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.20 Audited	Quarter Ended 31.12.19 Unaudited	Quarter Ended 31.03.19 Audited	Year Ended 31.03.20 Audited	Year Ended 31.03.19 Audited
1	Total Income	62,904	63,596	63,009	253,000	261,744
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(4401241)	(165222)	(2478967)	(5102636)	(5354032)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4401241)	(9775008)	(2478967)	(34209648)	(25234032)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4401241)	(9775008)	(2478967)	(34209648)	(25058016)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4401241)	(9775008)	(2478967)	(34209648)	(25058016)
6	Equity Share Capital	220742560	220742560	220742560	220742560	220742560
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				(193950011)	(159740363)
8	Earnings Per Share (of Re.1/- each) (Not Annualised except year ended) Basic & Diluted	(0.02)	(0.04)	(0.01)	(0.15)	(0.11)

Notes-
The above is an extract of the detailed format of quarterly & year ended audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com & www.cse-india.com. The same is also available on the Company's website viz. www.adinathbio.com

By Order of the Board
For **Adinath Biolabs Limited**
Kishan Singh
Whole-Time Director
DIN No.: 07526266

Place: Kolkata
Date: 16th June, 2020